মূল্যসংবেদনশীল তথ্য নেই ন্যাশনাল টিয়ের

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দুই মাস আট দিনের ব্যবধানে ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ারদর বেড়েছে ৮১ দশমিক ১৯ শতাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষের চিঠির জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে, এর নেপথ্যে কোনো অপ্রকাশিত মূল্যসংবেদনশীল তথ্য নেই। বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ডিএসইতে ২০১৬ সালের ৩১ অক্টোবর ন্যাশনাল টিয়ের শেয়ারদর ছিল ৪৯১ টাকা ৮০ পয়সা। ২০১৭ সালের ৮ জানুয়ারি তা ৮৬১ টাকা ১০ পয়সায় উন্নীত হয়। জুন ক্লোজিংয়ের বাধ্যবাধকতায় এবার ১৮ মাসে হিসাব বছর গণনা করেছে ন্যাশনাল টি। এ সময়ের জন্য ৩০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ। সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ১৮ মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১২ টাকা ২৪ পয়সা। ৩০ জুন এর শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ১৪৩ টাকা ৬৯ পয়সা। এদিকে চলতি হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১৫ টাকা ১৭ পয়সা ইপিএস দেখিয়েছে ন্যাশনাল টি, যেখানে আগের বছর একই সময়ে তাদের ইপিএস ছিল ১২ টাকা ২৫ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর কোম্পানির এনএভিপিএস দাঁড়ায় ১৫৪ টাকা ৮৮ পয়সা। http://bonikbarta.com

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসার বেহাল দশা

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। আগের মাসের তুলনায় পণ্য ও সেবা বাণিজ্যে ঘাটতি এ মাসে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে রফতানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় ৪ হাজার ৫২৪ কোটি বেশি ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের মতো বেহাল দশা স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যেও। সদ্যবিদায়ী বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৭টি মেট্রো এলাকার মধ্যে ৩০টিতেই রিটেইল স্টোর ভ্যাকেন্সি বেড়েছে। খবর ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারির পর নভেম্বরেই মাসিক বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি ছিল। এ মাসে রফতানি অক্টোবরের তুলনায় শূন্য দশমিক ২ শতাংশ কমেছে, কিন্তু আমদানি বেড়েছে ১ দশমিক ১ শতাংশ। বহির্বিশ্বে মার্কিন সয়াবিন ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রি বাড়ায় সেপ্টেম্বরে সার্বিক রফতানিও বেড়েছিল। কিন্তু রফতানির ওই প্রবৃদ্ধি টেকসই হয়নি। এদিকে ডলারের মান বেড়েছে। এতে অন্য দেশে মার্কিন পণ্যের মূল্য বেড়েছে। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিনদেশী পণ্য সস্তা হয়ে উঠেছে। নভেম্বরে সব পণ্যের আমদানিই বেড়েছে। ২০১৫ সালের আগস্টের পর আমদানির এটা সর্বোচ্চ উল্লম্ফন। অন্যদিকে যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, কম্পিউটার, বুলডোজার ইত্যাদি মূলধনি পণ্য রফতানি ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের পর নভেম্বরেই সবচেয়ে বেশি কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ও সরবরাহ দুটোই বেড়েছে। এর প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্বালানি পণ্য আমদানি ও রফতানি দুটোই বেড়েছে। http://bonikbarta.com

চট্টগ্রামে বিএফএফইএ নিবন্ধিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ

বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা ও মূলধন সংকটের কারণে উৎপাদন বন্ধ রখেছে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলের বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএফইএ) চিংড়ি চাষের জন্য নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সনাতন পদ্ধতিতেই চাষ চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। একই কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে প্রকল্পের স্থানে চুরি-ডাকাতির ঘটনাও অহরহ ঘটছে। নিরাপত্তা সংকটের কারণে বর্তমানে এসব প্রকল্পের প্লটগুলোর অধিকাংশেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের অভাবের পাশাপাশি মূলধন সংকটের কারণেও উৎপাদন সক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছে না সচল প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে ব্যবসায়িক ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগাতে পারছেন না খাতসংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, ১৯৮৬ সালের দিকে চকরিয়ার রামপুর '১০ একর চিংড়ি চাষ প্রকল্পের' আওতায় ৪৬৮টি প্লট ও '১১ একর চিংড়ি চাষ প্রকল্পের' অধীনে ১১৯টি প্লটে মোট সাত হাজার একর জায়গায় চিংড়ি চাষের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব চিংড়ি প্রকল্পের জায়গায় বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটছে গড়ে সাতটি। ফলে চুরি-ডাকাতির ভয়ে সিংহভাগ প্লটই বন্ধ রেখেছেন মালিকরা। এভাবে চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিএফএফইএর নিবন্ধিত মোট ৪৪টি প্রতিষ্ঠানের ২৯টিই বর্তমানে চিংড়ি চাষ বন্ধ রেখেছে। অন্যদিকে উৎপাদন সক্ষমতার ৭০ শতাংশও কাজে লাগাতে পারছে না

সচল ১৫টি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা সংকটের পাশাপাশি মূলধনের অভাবও এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কমিয়ে আনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। http://bonikbarta.com

জিডিপিতে পুঁজিবাজারের অবদান ৫০% হবে

আগামী তিন বছরে মোট দেশজ উত্পাদনে (জিডিপি) পুঁজিবাজারের অবদান ৩০ শতাংশ বাড়বে। বর্তমানে এর অবদান ২০ শতাংশ। পরবর্তী তিন বছরে এটি ৫০ শতাংশে যাবে। গতকাল রবিবার বিকেলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এ এম মাজেদুর রহমান এ কথা বলেন। মাজেদুর রহমান বলেন, 'পুঁজিবাজার জিডিপির কোথাও ৭০ শতাংশ, কোথাও ৮০ শতাংশ অবদান রাখছে। ৪০০ শতাংশ আছে হংকংয়ে। আমরা পুঁজিবাজারে বেশ কিছু ভালো কম্পানি নিয়ে আসার চেষ্টা করব। এর মধ্যে বিদেশি কিছু কম্পানি, বহুজাতিক কম্পানি, আমাদের লোকাল করপোরেটও আছে। সেগুলো যখন আসবে, তখন জিডিপিতে আমাদের পুঁজিবাজারের অবদান ৫০ শতাংশ হবে বলে আমার বিশ্বাস। ' সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের অর্থনৈতিক ও পুঁজিবাজারের উন্নয়ন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রথমবারের মতো সরকারের উন্নয়ন মেলায় অংশ নিচ্ছে পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। আজ সোমবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হবে। তবে ২৮টি জেলায় থাকবে পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্টল। তিন দিনব্যাপী এই মেলায় বিএসইসি, ডিএসই ও সিএসই, ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিএ), বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি অব বাংলাদেশ (সিডিবিএল), ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ, অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কম্পানিজ অ্যান্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড সমন্বিতভাবে অংশগ্রহণ করছে। ঢাকায় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমিতে এই মেলা চলবে। http://www.kalerkantho.com

বাংলাদেশি পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা

ভারতের আরোপিত এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের ফলে বাংলাদেশি পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)। চেম্বারের পক্ষ থেকে গতকাল জানান হয়েছে, **ভারতের** জুট মিলস্ এসোসিয়েশন এবং ভারতীয় উদ্যোক্তাদের স্থানীয় বাজার সুরক্ষার দাবির প্রেক্ষিতে ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ এন্টি ডাম্পিং অ্যান্ড এলাইড ডিউটিজ (ডিজিএডি) কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশ এবং নেপাল হতে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় টন প্রতি ৮ থেকে ৩৫০ মার্কিন ডলার ডিউটি আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ডিউটি আরোপের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে পাটপণ্য ভারতে রপ্তানির ফলে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেও এ ধরনের কোনো ধরনের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। http://www.ittefaq.com.bd

ভারতের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে মিরসরাইয়ে

মিরসরাইয়ে ভারতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ভারতীয় এসইজেড) স্থাপন করার জন্য ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতীয় নমনীয় ঋণের (এলওসি) অর্থ দিয়ে ভারতীয় এসইজেডের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। ইতোমধ্যে আটটি প্রকল্প ভারতীয় নতুন নমনীয় ঋণে বাস্তবায়নের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে ভারতীয় এসইজেড ছাড়াও তিনটি প্রকল্পে অর্থের প্রাথমিক চাহিদা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) পাঠিয়েছে বেজা। ইআরডি সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন ভারত সফরে নতুনভাবে ভারতীয় ঋণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। এ জন্য সম্ভাব্য প্রকল্প তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। মিরসরাইয়ে ভারতীয় এসইজেড ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং পায়রা ও মহেশখালী বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের প্রকল্প প্রস্তাবও করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ৭ আগস্ট ভারতের এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) একশ কোটি ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে ২০ কোটি ডলার অনুদান হিসাবেও ঘোষণা করে ভারত। ২০১৫ সালের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশকে নতুন করে ২০০ কোটি ডলারের নমনীয় ঋণ দিতে সমঝোতা চুক্তি হয়। http://www.ittefaq.com.bd